মাধবীদের ঈশ্বর-৯

নন্দিনী হোসেন

১৮

হাঁটু মোড়ে দুই হাত কোলের উপর রেখে ঝিমুতে ঝিমুতে কখন যে ঘুমিয়ে পরেছিলাম জানি না। বিকাল শেষ হয়ে সন্ধা কখন রাতের ভিতর ডুব মেরেছে কিছুই টের পাইনি। কেউ ডাকে নি একবার ও । নাকি ডেকেছিল আমি-ই জাগিনি-জানি না। জুলিয়ানার কাছ থেকে মেডিটেশন শেখার কসরত করছি কিছুদিন ধরে। তিনি আমাকে নানা ভাবে মেডিটেশনের উপকারিতা বোঝানোর চেষ্টা করছেন-কিন্তু সমস্যা হচ্ছে আমি কিছুতেই মনোসংযোগ করতে পারছি না। একটু পরই ঝিমুতে শুরু করি,তারপর ঘুম এসে যায় ! কি যে ঝামেলায় পরলাম। আড়মোড়া ভেঙ্গে দেখি দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকছেন জুলিয়ানা।

ঘুম ভাঙ্গলো ?

হ্যা ।

হুম !

হাসেন জুলিয়ানা। হাসলে তাকে দারুন দেখায়। হয়ত এই প্রশংসা বাক্য তিনি জীবনে অসংখ্য বার শুনেছেন। তবু আমার খুব ইচ্ছা হয় এই কথা টি এখন তাকে বলি।

আপনার হাসি দেখলে মনে হয় পৃথিবীর কোথা ও কোন কালিমা নেই ! জ্বরা নেই,ব্যাধি নেই, যুদ্ধ নেই - শোক তাপ হীন এক অপার শান্তির রাজ্যে আমাদের বসবাস !

খানিক থমকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাকে জরিপ করে হো হো হাসিতে ভেঙ্গে পড়েন জুলিয়ানা।

বোঝলাম! এই মনে হওয়া টা ও কিন্তু খারাপ কিছু নয়। কি বলো?

আমি উত্তরে শুধু মাথা নাড়ি......।

এবার বল তোমার মেডিটেশন কেমন হল ?

হচ্ছে না। মন লাগাতে পারি না। মাথার ভিতর রাজ্যের কূ-বাতাস ঢুকে পরে। এলোমেলো করে দেয় সব। তারপর কি হয় জানি না-ঘুম এসে যায়।

ভয় নেই। হবে। সব কিছুতেই সময় লাগে। মন না লাগলেও নিয়মিত করে যেও।

ঘুম চলে আসে যে ?

সেও ভালো । আসুক। তোমার তো এমনিতেই ঘুমের সমস্যা আছে।

হ্যা তা আছে ...।

চলো বাজার থেকে ঘুরে আসি,যাবে? উদ্দেশ্য হাঁটা। অবশ্য রাত হয়ে গেছে। দু'একটা টুক টাক জিনিষ ও কেনার ছিল।

হোক রাত। আমার ও খুব বাজারের দিকে যেতে ইচ্ছে করছে। আপনি যান। আমি রেডি হয়ে আসছি। ভালো লাগবে আমার ও । ঝুমুরদি যাচ্ছেন ?

ঝুলিয়ানা হাসেন। বলেন ,

শুধু আমরা দুজনে গেলে হবে না?

আমি বূঝতে পারি না এই মুহুর্ত্যে ঝুমুরদির উপর কি তিনি অভিমান করে আছেন। কথার ভিতর কি কোন ধরনের বাষ্প জমে আছে ?

আমি কথাটি শুনা মাত্র ব্যস্ত হয়ে পরি।

না না। এমনি জিজ্ঞেস করছিলাম....।

জুলিয়ানা আবার ও শুধুই হাসেন। জানি না কেন - তা দেখে এবার আমার পিত্তি জ্বলে যায় !

ঠিক আছে তুমি আসো, আমি অফিস ঘরটায় আছি।

আমি মাথা নাড়ি।

তিনি চলে গেলে আমি ঝটপট রেডি হতে শুরু করি। ভিতরে একটা উত্তেজনা টের পাচ্ছি। ঠিক যে কিসের ......!

একটা অন্যরকম ঘটনা ঘটেছে আমাদের এখানকার কর্মব্যস্ত জীবনে। তারপর থেকেই সবকিছু যেন একটু একটু করে বদলাতে শুরু করেছে। আমার। আমাদের। ঝুমুরদি কে মনে হচ্ছে একটা চঞ্চল কিশোরী যেনো। তার এক বন্ধু জুটেছে ইদানীং ! তা ও খোদ ইন্ডিয়ান বাঙ্গালী ! ভাবা যায় ? সেটাই সব কিছুর মূলে। ইউনিভার্সিটি অব নাইরোবীর এক অধ্যাপক। ভদ্রলোক আমাদের আস্তানায় পর্যন্ত একদিন এসে হাজির !চা খেতে খেতে অনেক মজার মজার গল্প করে সেদিন তিনি প্রায় ঘন্টা দু'য়েক পর বিদায় নেন।

কেন যে বার বার ঘুরে ফিরে আমার চোখঁ ঝুমুরদির চেহারায় আঁটকে যাচ্ছিল। তিনি ভদ্রলোক কে তার আস্তানার খোঁজ পর্যন্ত দিয়ে এসেছেন - অথচ আমরা এ ব্যাপারে একেবারেই ছিলাম অন্ধকারে।

সেদিন লোকটা চলে যাবার পর জুলিয়ানা আমাকে হাসতে হাসতে বলেন ,

এই জন্যই তো ভাবি, ঝুমুর এত কি একা একা টুই টুই করে ঘুরে বেড়ায় সারাদিন !শুনে ঝুমুরদি গম্ভীর ভাব দেখালেও, লজ্জা যে পাচ্ছেন,তা তার চেহারা দেখেই আমি আচঁ করতে পারি। এই প্রথম আমার স্বভাবের ব্যতিক্রম করে আমি ভিতরে ভিতরে খুশী হই ! যে সে খুশী নয় - সুখের এক কল কল ধারা বয়ে যায় আমার ভিতর ! এমন কি ঝুমুরদি বাইরে কোথাও যাচ্ছেন শুনলে ,উত্তেজনা বোধ করি। তা যে ঠিক কিসের,তা আমি নিজে ও ধরতে পারি না....!

এ সবের মানে কি ...!

প্রথমে বিষয়টি জানার পর ভেবেছিলাম জুলিয়ানা হয়ত ব্যাপার টা ভালো ভাবে নেবেন না। তিনি তার এতদিন কার সহকর্মী,সহমর্মী বন্ধু কে হারানোর আশংকা করে পরোক্ষে হলে ও বাঁধা দিতে পারেন । কিন্তু অবাক হয়ে দেখি, তিনি বরং তা নিয়ে হাল্কা হাসি টাট্টায় মেতে উঠেন মাঝে মাঝে- আবার ঝুমুর দিকে উৎসাহিত ও করেন...।

অবশ্য, আমার কেন যেন সন্দেহ হয় , সেটা আন্তরিক উৎসাহ কি না ! কখন ও আবার নিজের উপর রাগ ও হয়। এত প্যাঁচিয়ে ভাবছি কেন আমি ....!

রেডি হয়ে ঝুমুরদির রুমের দিকে গিয়ে উঁকি মারি। রুম খালি। দুটি মেয়ে দেখে হাসে। যেন খুব মজা পেয়েছে আমার উঁকি মারায়।

আমি হাত তুলে মার দেওয়ার ভঙ্গি করলে দুজনে হেসে লুটোপুটি খায়।

জুলিয়ানার সাথে পথ চলতে চলতে রীনার চিঠি প্রসঙ্গ উঠাই। কাল তার চিঠি পেয়েছি। যাচ্ছেতাই গালিগালাজ করে লিখেছে !পড়ে বেজায় ক্ষেপেছিলাম। পরে ভেবেছি,এতে এত রেগে যাবার কি আছে। যে যেভাবে ভাবে ভাবুক।

জুলিয়ানা কে চিঠির বিষয় বস্তু বলতেই তিনি চুপ করে থাকেন। কেমন যেন বেজার বেজার মনে হয়। বলা মনে হয় ঠিক হয় নি। তবে এত তুচ্ছ কথা ধরে মন খারাপ করার মতো মানুষ তিনি নন । তাহলে ....?

আজকাল প্রায় ই দেখছি তার মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে ! নাকি আমার বোঝার ভুল হচ্ছে কোথাও। কি জানি ।

রীনা লিখেছে,

আছিস তো নাইরোবী তে। আর ভাব মারছিস যেন আফ্রিকার কোন জংগলে গিয়ে আর্তের সেবা

করছিস ! এসব ঢং বহুত হয়েছে ! এবার ক্ষেমা দে.....!

আমার ভীষণ মেজাজ খারাপ হয়। আমি আবার কোথায় বললাম ,আমি আফ্রিকার জঙ্গলে গিয়ে জীবনপাত করছি ! ঢং তো কাউকে কিছু দেখাই নি । যত্তোসব !

মনে মনে বলি তোদের কাছ থেকে দূরে থাকতে চেয়েছি বলেই এসেছি...।

হাঁটতে হাঁটতে আমরা ছোট্ট বাজারের কাছে এসে পরি। এখানকার ছোট ছোট টং এর মত দোকান গুলোর লোকজন আমাদের খুব খাতির করে। খাতির মানে জিনিষ পত্র গছানোর তালে থাকে। মাঝে মাঝে বিরক্তি প্রকাশ করলে,জুলিয়ানা বলেন,এরা এতই গরীব নদী - দু একটা জিনিষ বেশী কিনলে আমাদের এমন কিছু হবে না ! ভেবো দেখো কত দুর দুর থেকে ফল মুল আনাজপাতি নিয়ে এসে বসেছে। বিক্রি না হলে আবার এ গুলো ফেরত নিয়ে যেতে হবে ।

আমি লজ্জা পাই। সত্যিই তো। এমন না যে আমি খুব হিসেবি- বরং তার উলটো।

আজ ও তেমনি এক দোকান থেকে আমরা প্রয়োজনীয় টুক টাক জিনিষ কিনে ফেরার জন্য পা বাড়াতেই দেখি ভেরার সেই ওস্তাদ। আমাকে ঝাঁরফুক করে কিছু শিকড়-বাকড় দিয়ে গিয়েছিল। হে হে করে আমাদের পথ রোধ করে দাঁড়ায়। আমাকে জিনিষ পত্রের থলি হাতে দিব্যি হাঁটতে দেখে তার ধারণা হয়েছে-তার দেওয়া জড়ি বুটি শরীরে ধারণ করেই আমি সেরে উঠেছি !

জুলিয়ানা কেন যে গম্ভীর হয়ে আছেন। আমি কোন কথা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। চুপচাপ তার সাথে হাটঁছিলাম। এই লোক টা এসে সামনে দাঁড়াতে আমি স্বস্তি পাই। হাজারটা জিজ্ঞাসার জবাব আমি খুশী মনেই দেই। তার জড়ি বুটি ব্যবহার না করেই যে আমি ভালো আছি - এই খবর টা তাকে ম্রিয়মান করে তুলে !

সে বিদায় নিয়ে চলে যেতে চাইলে জুলিয়ানা তাকে জিজ্ঞেস করেন,

আচ্ছা তুমি যেখানে থাকো,সেখানে একদিন নিয়ে যাবে আমাদের ?

বিস্মিত লোক টা এবার আমতা আমতা করে....।

আমি ও-ই বস্তিতে থাকি। ওখানে আপনারা যেতে পারবেন না । হাত দিয়ে যে দিক টা দেখায় সেখানে আমাদের কখন ও যাওয়া হয় নি। তবে এ দিকে আসা হয় প্রায় ই। আমরা ওই বস্তি থেকে মাত্রই অর্ধ মাইলের দূরত্বে থাকি। একদিন ভেরা আমাকে বলেছিল তার এক আপন এক খালা থাকে এই বস্তি তে। তাকে মাঝে মাঝে টাকা পয়সা দিয়ে আসে ভেরা। যেদিনই যায়,সেদিন ই দেখি অনেকক্ষন উদাস উদাস ভাব নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। জিজ্ঞেস করলে বলে,

মেয়ে মানুষের কপালের কথা ভাবি ....!

কি হয়েছে খুলে বলো না ?

আমার কথার কোন উত্তর না দিয়ে বলে,

তোমার কপাল টা ও ভালো নয় । আমি জানি...!

আমি আর কোন কথা বাড়া ই না। আমার কপালের ফিরিস্তি শুনার কোন ইচ্ছা আমার নেই।

তার বিড়বিড় করা অবশ্য তাতে ও বন্ধ হয় না। আমার এখন জানা হয়ে গেছে যত জিজ্ঞেস করব - তত সে কথা নিয়ে খেলবে। সোজা করে কিছুই বলবে না। ক্ষণে ক্ষণে মৃদু মাথা চাপড়াবে।

জুলিয়ানার আগ্রহ দেখে আমি ও উৎসাহিত হয়ে উঠি। বলি,

অবশ্য ই আমরা যাবো। তুমি নিয়ে না গেলে ভেরার সাথে যেতে পারবো।

লোক টা আমার কথা শেষ না হতেই বলে উঠে,

আপনাদের কতো ধরনের শখ ! খেয়াল খুশী মতো যখন যা ইচ্ছা তাই করেন , করতে পারেন !

আমি হা হয়ে থাকি কিছুক্ষন ! আমার ভিতর এক অদ্ভুত মিশ্র প্রতিক্রিয়ার টানাপোড়েন বেড়ে যায়। কাউ কে কিছু না বলে দ্রুত পা চালাই। একটু পর টের পাই আমার কাধেঁ একটি হাতের উপস্থিতি। তাকিয়ে দেখি জুলিয়ানা। পিঁছন ফিরে তাকাই। লোক টিকে আর দেখা যাচ্ছে না।

মন খারাপ করো না নদী।

মন খারাপ তো করি নি। লোকটা সত্যি কথাই বলেছে। আসলে মানুষ খুবই স্বার্থপর। মানুষ সবই করে তার নিজের জন্য। নিজের স্বার্থের কথা মাথায় রেখে !আমি আরেক কাটি বাড়া। সবই করছি নিজের জন্য।

জুলিয়ানা চুঁপ করে থাকেন। আমার ডান হাত ধরে রাখেন তার মুঠোর ভিতর। আমরা নীরবে হাঁটতে থাকি। হোমের কম্পাউন্ডের ভিতর এসে পরেছি। ঢুকার মুখে রাস্তার দু-ধারে সারিবদ্ধ গাছ পালার ফাঁক দিয়ে ক্ষয়াটে চাঁদের আলো গাছের তলায় এক অদ্ভুত আঁকিবুকি কেটেছে। পরিচয়হীন মেয়েগুলোর মৃদু তালের কল কাকলী এখান থেকেই কানে আসছে। অস্পষ্ট গুঞ্জরণ।

বুকটা ঠেলে কান্না আসতে চায়। কেন, কার জন্য, বুকের অন্দরে হু হু দুঃখী হাওয়া বয়ে যায় ....। বয়ে যায় সকাল-বিকেল,সন্ধা-দুপুর তার কোন তাল খোঁজে পাই না।

লজ্জা এসে ঘিরে ধরে আমাকে। টের পাই চোঁখ থেকে নোনা পানি চুপচাপ টুপ্টাপ ঝরে পরছে। আমি হাত ছাড়িয়ে নেই জুলিয়ানার মুঠো থেকে। তিনি কিছু টের পান কি না জানি না।

জম্পেশ আড্ডা বসেছে ঝুমুর দির রুমের বাইরের বারান্দায়। আমাদের দেখে ভেরার সে কি তিড়িং বিড়িং লাফানো। দেখে বলতে ইচ্ছা করছিল, আস্তে ভেরা, আটচল্লিশ ইঞ্চি কোমর নিয়ে এই বয়সে লাফাতে যেও না । কোমর ভেঙ্গে পরে থাকলে কে দেখবে তোমাকে !

হেসে বলি কি ব্যাপার তুমি এমন লাফাচ্ছ কেন ?

সে কলবল করে অনেক কথা বলে, আমি তার কথা গুলো না শুনেই নিজের রুমের দিকে পা বাড়াই। ঝুমুরদির বন্ধুর সাথে আমার চোঁখাচোখিঁ হয়ে যায়। হাসি আমি।

কেমন আছেন?

ভালো। আপনি?

এই তো যেমন দেখছেন।

ঝুমুর দি কি যেন একটা বই হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন। আমি কিন্তু হলপ করে বলতে পারি ,বইতে তার মন আদৌ নেই !আমাদের কে দেখে একটু কি অস্বস্তি বোধ করছেন !

জুলিয়ানা ঝুমুরদির পাশের চেয়ার টেনে বসে পরেন। আমি আসছি বলে আমার রুমে ঢুকে যাই। আমার আর শুনা হয় না তারা কি কথা বলেন। কাপর চোপড় ছাড়ার ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে হাল্কা টুকরো হাসির শব্দ ভেসে আসে। বেশীর ভাগ ই জুলিয়ানার কণ্ঠ। আমার মনটা ভালো হয়ে যায়। যাক, তাহলে খানিক আগের ভারী মন এখন আর তাকে পীড়া দিচ্ছে না.....।

আমি বাইরে এসে তাদের পাশে একটা চেয়ার টেনে বসি। ঝুমুরদির চকচকে চোঁখে খুশীর ছোঁয়া ঝিঁলিক মারছে। এখন যে কেউ তাকে দেখলে টের পাবে - তার চেহারায় এক ধরনের আলগা লাবন্য চিকচিক করছে ।

নদী !এত রাতে বাইরে তোমাদের একা একা ঘুরে বেড়ানো ঠিক নয়। কিবেরার বস্তি গুলোর অবস্থা তো জানো। ভেরা কতবার আমাদের বারণ করেছে রাতের বেলা ওই দিকে একা একা না যেতে।

আমি কিছু বলার আগে ঝুমুর দির দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকান জুলিয়ানা। টাট্টার সুরে বলেন,

কি বলো ঝুমুর ! তুমিই তো আমাদের রাস্তা দেখিয়েছ। তাই এখন আমাদের ভয় ডর একটু কমে গেছে। এই ই ভালো। কি বলো নদী ?

জুলিয়ানার হাসির প্রাবল্যে আমরা সবাই গলা মেলাই। কিন্তু কোথায় যেন একটা আরষ্টতা বাসা বেধেঁছে আমাদের মধ্যে। অধ্যাপক সুপ্রিয় ব্যানার্জী হঠাৎ ই চঞ্চল হয়ে উঠেন। বলেন

আমি এবার উঠি। আপনাদের অপেক্ষায় ছিলাম। ভাবলাম এলামই যখন দেখা করে যাই...।

প্যান্টের পকেটে খুব দ্রুত তার দুই হাত ঢুকে আর বের হয়। তাকিয়ে দেখি তার অপলক দৃষ্টি আমার মুখে স্থির । চোঁখে চোঁখ আটকে যায়। কয়েক মুহূর্ত্য। আমি চোঁখ সরিয়ে নেই।

শুনতে পাই ঝুমুর বলছেন

হ্যা এসো। তোমাকে তো আবার একাই এত দূর ড্রাইভ করে যেতে হবে....।

চলবে.....